স্বরধ্বনির বৈচিত্র্য নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপরেঃ ১) স্বরধ্বনি উচারণের কাল পরিমাপ এবং ২) স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর কাল-পরিমাপের উপরে। প্রথমটির উপর নির্ভর করে যে শ্রেণীবিভাগ করা হয় তাকে পরিমাপগত বা মাত্রাগত শ্রেণীবভাগ বলে। আর দ্বিতীয়টির উপর নির্ভর করে যে শ্রেণিবিভাগ করা হওয়া তাকে বলা হয় গুণগত বা প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ I কিন্তু তার আগে জানা প্রয়োজন স্বরধ্বনি কাকে বলে…

স্বরধ্বনিঃ যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখবিবরে কোন বাধা না পেয়ে উচ্চারিত হয় তাকে স্বরধ্বনি বলে।

Cardinal Vowel: A Cardinal vowel is a fixed and unchanging reference - point, established within the total range of vowel quality, to which any other vowel sound can be directly related. [william jones] Cardinal Vowel এর সংখ্যা আটটি - [হাতে লিখে দিতে হবে] এগুলো বাড়েও না কমেও না।

কার্ডিনাল ভাওয়েল স্বাভাবিক ভাষার স্বরধ্বনি নয়।
কার্ডিনাল ভাওয়েলের উচ্চারণ স্থান সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। কার্ডিনাল ভাওয়েলের মানদণ্ডে আমরা বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ ও বর্গীকরণ করে থাকি।

মৌলিক স্বরধ্বনিঃ বিভিন্ন ভাষায় স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অবস্থান চিহ্নিত করার জন্যে মুখের ভিতরের শূন্যস্থানে ভাষা - বিজ্ঞানীরা যে-সব কাল্পনিক মাপকাঠি নির্ণয় করেছেন তাদের পরিমাপ নির্দেশক বিন্দু থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনিগুলোকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলা হয়।
আর এক ভাবে বলা যায় - যে স্বরধ্বনি বিশ্লেষণ করলে সেই স্বরধ্বনি ছাড়া অন্য কোন স্বরধ্বনি পাওয়া যায় না তাকে বলে মৌলিক স্বরধ্বনি।
মৌলিক স্বরগুলো হলো - ই, এ, অ্যা, আ, আ, অ, ও, উ।

মৌলিক স্বরধ্বনির মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান এবং ওষ্ঠের আকৃতি যেমন নির্দেশ করা যায়, তেমনি মৌলিক স্বরধ্বনির সঙ্গে তুলনায় বিভিন্ন ভাষার স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ করা যায়। একটা রেখা চিত্রের সাহায্যে দেখিয়ে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে বসিয়ে তাদের উচ্চারণ স্থান চিহ্নিত করা হলো এবং বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি ও বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণীবিভাগ করা হলো।

ছবিটা দিতে হবে এখানে।

সম্মুখ স্বরধ্বনিঃ যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সামনের দিকে অর্থাৎ ওষ্ঠের দিকে এগিয়ে আসে সেই স্বরধ্বনিকে সম্মুখ স্বরধ্বনি বলা হয়। যেমন - ই, এ, অ্যা [i, e, ɛ]।

পশ্চাৎ স্বরধ্বনিঃ যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা পিছন দিকে অর্থাৎ গলার দিকে গুটিয়ে যায় তাকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে। যেমন - প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [ɔ, o , u] বাংলা [অ, ও, উ]

কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনিঃ সম্মুখ স্বর ও পশ্চাৎ স্বরের মাঝামাঝি অবস্থানে জিভকে রেখে যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি বলে। যেমন - বাংলা [আ]।

কুঞ্চিত স্বরধ্বনিঃ যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে জিভ গোলাকার বা কুঞ্চিত হয় তাকে কুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলে। যেমন - উ, ও, অ [u, o, ɔ]

স্বরক্ষেত্রঃ যে জায়গা থেকে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে বলে স্বরক্ষেত্র। স্বরক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে আবার স্বরধ্বনিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১) উচ্চ স্বরধবনিঃ   যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা স্বরধ্বনির এলাকার মধ্যেই সর্ব্বোচ্চ অবস্থানে বা তার কাছাকাছি অবস্থানে থাকে তাকে উচ্চ স্বরধ্বনি বলে। যেমন - ই, উ [i, u]।
২) নিম্ন স্বরধ্বনিঃ জিভকে নিচে নামিয়ে কোন স্বরধ্বনি যদি কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তবে সেটা হবে নিম্ন স্বরধ্বনি। যেমন - আ [a] ।

৩) উচ্চমধ্য বা মধ্যোচ্চঃ   উচ্চ স্বরধ্বনির উচ্চারণ-স্থান থেকে নিচে মুখের ভিতরে যে শূন্যস্থান থাকে তার সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে প্রায় একও তৃতীয়াংশ ছেড়ে জিভকে নিচে নামিয়ে এনে যদি আমরা কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তবে সেটাই হবে উচ্চ-মধ্য বা মধ্যোচ্চ স্বরধ্বনি। যেমন - এ, ও [e, o] ।

৪) নিম্ন মধ্য বা মধ্যনিম্নঃ   উচ্চ স্বরধ্বনির উচ্চারণ থান থেকে নিচে মুখের ভিতরে যে শূন্যস্থান থাকে তার মধ্যে নিচে থেকে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে আমরা জিভকে যদি উপড়ে তুলে ধরে কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তবে তাকে বলা হবে নিম্ন - মধ্য বা মধ্য নিম্ন স্বরধ্বনি। যেমন - অ্যা, অ [ɛ, ɔ] ।

মুখবিবরের ভিতরের শূন্যস্থানের পরিমাপ অনুসারে স্বরধ্বনিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) সংবৃতঃ যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ স্বরধ্বনির এলাকার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে থাকে এবং জিভ ও নিচের চোয়াল যতদূর সম্ভব মুখের ছাদের দিকে এগিয়ে থাকায় মুখের ভিতরের শূন্যস্থান প্রায় ভরে থাকে তাকে সংবৃত স্বরধ্বনি বলে। যেমন - ই, উ [i, u] ।

খ) বিবৃতঃ জিভকে একদম নিচে নামিয়ে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে নিচের চোয়ালকে মুখের ছাদ থেকে যতদূর সম্ভব ডুরে সরিয়ে আনলে মুখের ভিতরের শূন্যস্থান একদম ফাঁকা থাকে, এই অবস্থায় যে, স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে। সব নিম্ন স্বরধ্বনি হলো বিবৃত স্বরধ্বনি। যেমন - আ [*a*] ।

গ) অর্ধসংবৃতঃ   সংবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান থেকে বিবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যন্ত যে শূন্যস্থান , জিভ ও নিচের চোয়ালের দ্বারা যদি তার দুই - তৃতীয়াংশ ভরে থাকে তবে সেই অবস্থায় উচ্চারিত স্বরধ্বনিকে অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি বলে। উচ্চমধ্য স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন - এ, অ [e, ɔ] ।

ঘ) অর্ধবিবৃতঃ   সংবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান থেকে বিবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যন্ত যে শূন্যস্থান, নিচের থেকে তার মাত্র এক - তৃতীয়াংশ যদি জিভ ও নিচের চোয়ালের দ্বারা ভরে থাকে আর উপর থেকে দুই - তৃতীয়াংশ ফাঁকা থাকে তবে সেই অবস্থায় উচ্চারিত স্বরধ্বনিকে অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি বলে। সব নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি হলো অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি। যেমন - অ্যা, অ [ɛ, ɔ] ।

ওষ্ঠের আকৃতি অনুসারে স্বরধ্বনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) ওষ্ঠকে দুদিকে [কানের দিকে] প্রসারিত করে আমরা যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তাকে প্রসারিত স্বরধ্বনি বলে। যেমন - ই, এ, অ্যা [i, e, ɛ] ।

২) ওষ্ঠ যদি দুদিকে প্রসারিত না করে ফুঁ দেয়ার মতো গোল করে কুঞ্চিত আকার ধারন করে তবে সেই অবস্থায় যে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে কুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলে। যেমন - অ, উ, ও [ɔ, u, o] ।
[*a*] পশ্চাৎ স্বর হওয়া সত্বেও এটি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয় না। এই জন্যে একে অকুঞ্চিত পশ্চাৎ স্বর বলা হয়।

কোন কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ কুপ্রসারিতও হয় না, কুঞ্চিত হয় না, স্বাভাবিক থাকে। এইরকম স্বরধ্বনিকে স্বাভাবিক বা মধ্যস্থ স্বরধ্বনি বলা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি এই ধরণের স্বরধ্বনি। যেমন - আ।

এই শ্রেণীবিভাগগুলো ছাড়াও শ্বাস বায়ুর গতিপথ অনুসারে স্বরধ্বনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) মৌখিকঃ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখ দিয়ে যাতায়াত করলে স্বরধ্বনি মৌখিক হয়।

২) অনুনাসিকঃ শ্বাসবায়ু একই সঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে যাতায়াত করলে স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়।

বাংলায় মৌখিক স্বরধ্বনিকে অনুনাসিক করে দিলে অর্থই পাল্টে যায়। যেমন - বাধা - বাঁধা। 'আ' ধ্বনিকে অনুনাসিক করার ফলে অর্থ পৃথক হলো। বাংলায় যতগুলো মৌখিক স্বরধ্বনি আছে ততগুলোই অনুনাসিক স্বরধ্বনি আছে।